Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 779 - 785
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 779 - 785
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অথ প্লুটো কথা : পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন প্রান্তজনেদের ঐতিহাসিক আলেখ্য

পল্লব হালদার
স্বাধীন গবেষক
ইতিহাস বিভাগ, স্নাতকোত্তর প্রাক্তনী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: pallabhalder8055@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
East Kolkata, Creatively, Ecology, Marginalisation, Environment, Cognitive Apartheid, Pluto, Traditional Knowledge.

Abstract
Environmental history has emerged as a highly relevant topic in recent historical studies. At the heart of which is the study of the history of people related to the environment. We will focus on one of the two perspectives on history: 'History from Above' and 'History from Below'. The study of environmental history also begins from the perspective of 'History from Below'. Because the people of the lower classes are always closely involved with the environment. One notable example of this relationship between people and in the environment is the East Kolkata Wetlands, an area spanning 125 square kilometres in the eastern part of Kolkata with 260 fish ponds. This wetland is absorbing the cities clods like Neelkantha Shiva. In fact there is no separate sewage system in Kolkata. Everyday 910 million litres of liquid waste from the city ends up in this wetland. The local people of East Calcutta wetlands here use natural methods to purify the wastewater with their creative knowledge. As a result, they annually produce 20,000 tons of fish, 150 tons of vegetables, 16,000 metric tons of rice by using this purified water. Not only in productivity, but also absorbs about 60% of the city's carbon. Most of which is given to the city dwellers. The clean air, the fish, the vegetables and the fragrance of the beads, this wetlands give back to the city dwellers everything that is good, everything that is pleasant. The local people are the ones who churn out nectar by churning the mechanical clods of the city. The people adjacent to the wetlands have saved the environment of Kolkata city by using their creative traditional knowledge, and have developed a metabolic relationship between Kolkata and its surrounding environment. In the words of environmentalist Ghosh which is well known as 'Living Creatively with Nature'. But this people remain marginalized to the main stream of society. The resident of the East Kolkata Wetlands are treated as 'peripheral' or 'other' by the mainstream city dwellers. This situation replace a type of 'Cognitive Apartheid' or 'knowledge-based discrimination', as described by environmentalist Dhrubajyoti Ghosh. This term highlights the exclusion of this people's traditional knowledge and practices from the main stream recognition

and value systems. According to Marxist theory, when wealth is concentrated from villages to cities, cities become powerful in all aspects, and as a result, marginal areas remain marginal. This evident in the perception of the wetland community by urban dwellers, who often see them as 'backword' or less significant. Despite this margin these people continue to perform essential environmental function, creating a 'living creatively with nature' model that sustains both their livelihoods and the cities ecological health. This discussion shedding light on marginalisation, livelihoods, creativity and the relationship between people and environment of East Kolkata Wetlands.

Discussion

পূর্ব কলকাতার বাস্তুকথন : সময়টা সপ্তদশ শতকের শেষের দশক। জোব চার্ণক তৎকালীন বাংলায় উপস্থিত হয়েছেন ব্রিটিশ বণিকদের শক্তি কেন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য। অবশেষে তিনি কলকাতাকেই ব্রিটিশ বণিকদের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে কলকাতাকে ব্রিটিশ শক্তি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। শহরের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল এর মূলে। কলকাতার বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে নিন্দার স্তুতি পাওয়া যায় শাসক বর্গের গেজেটিয়র, ডায়েরি, লেখ্যাগারের তথ্যাদিতে। কলকাতার বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে তাদের সব থেকে অপছন্দের জায়গা ছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। ক্যাপ্টেন হ্যামিল্টন ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করে বেরিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, -

> "শ্রী চার্ণক মহাশয়ের কাছে স্বাধীনতা ছিল, হুগলি নদীর তীরবর্তী যে কোন স্থানকে বেছে নেওয়ার। কিন্তু তিনি সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গাটিকে বেছে নিয়েছিলেন। কলকাতার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ার কারণ ছিল পূর্বে লবণ হ্রদের অবস্থান। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রচুর মাছ জন্মাতো এই হ্রদে। কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জল শুকিয়ে গেলে মাছগুলো মরে শুকিয়ে যেত, আর উত্তর-পূর্বের বাতাস টেনে আনতো সেই পচা মাছের দুর্গন্ধ।"[১]

জেমস রেনাল্ড মার্টিন তাঁর *'নোটস অফ দ্য মেডিকেল টোপোগ্রাফি অফ ক্যালকাটা'* গ্রন্থতে লিখেছিলেন এই জলাভূমির মড়ক গত গুণাবলীই মিয়াজমা (Miasma) বা কু-বাতাস তত্ত্বের জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন; কলকাতার অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশ - এর উপরে ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। আর এক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল কলকাতার বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ। তাই কলকাতার সুন্দর প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য তাদের অনুপ্রাণিত করেনি। ফলত জলাভূমি সম্পর্কিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের তথ্যাদিতে পাওয়া যায়। যাইহোক, এই অস্বাস্থ্যকর বাস্তু তান্ত্রিক পরিবেশকে মাথায় রেখে তার সমাধান সূত্র হিসেবে কলকাতার সংস্কার সাধন বা নগরায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮০৩ সালের ১৬ই জুন ওয়েলেসলির মিনিটে কলকাতার ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়, -

> "নিকাশি নালাগুলি হুগলি নদী মুখী করা উচিত হয়নি। কারন কলকাতার ভূমির ঢাল পূর্বে লবণ হ্রদের দিকে। ফলে বর্ষায় জলবন্দি হয়ে পড়া স্বাভাবিক।"[২]

এর থেকেই সৃষ্টি হয় যাবতীয় রোগপীড়ার। ফলত কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংস্কার। ১৮০৩ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে লবণ হ্রদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ছিল নানা প্রকল্প, পরিকল্পনা। এই সংস্কার সাধন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কলকাতার জলাভূমির প্রেক্ষিতে হস্তক্ষেপ করে। যাকে বলা হয়; ঔপনিবেশিক *জলবিদ্যার হস্তক্ষেপ বা Colonial Hydrological Interventions*।[৩] ফলস্বরূপ ১৯২৮ সালে বিদ্যাধরী নদীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যাধরী ছিল পূর্ব কলকাতা জলাভূমির লবণ জল সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু বিদ্যাধরীর মৃত্যুতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 779 - 785
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নোনা জলের হ্রদ পরিবর্তিত হয় ময়লা জলের হ্রদে বা জলাভূমিতে। আর এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জলাভূমিকে কেন্দ্র করে মাছ চাষের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার শুধু মাছ চাষ নয়, ধান ও অন্যান্য উদ্যান ফসলও এখানে চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে এই সমস্ত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তারা হলেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। যারা তাদের সৃজনশীল জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শহরের বর্জ্য জলকে পরিশুদ্ধ করে ফসল ফলায়। কিন্তু কলকাতার শহরবাসী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, গবেষকরা এই সমস্ত মানুষদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক জ্ঞানের যথার্থ মর্যাদা দেয়না। যাকে অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ 'জ্ঞানীয় বর্ণবাদ' বা 'Cognitive Apartheid' বলেছেন।[৫] শুধু জ্ঞান সংক্রান্ত বর্ণবাদই নয় কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন যথাযথ সৃজনশীলতার সাথে বসবাসকারী মানুষদের সম্বন্ধে কলকাতার নগরবাসীর মনে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে প্রান্তিক ও প্রান্তিকতার ধ্যান ধারণার। প্রান্তিকতা এর কোন সাধারণ সূত্র নেই যার দ্বারা একে এক কথায় বুঝে নেওয়া যায়। প্রান্তিকতা একটি বহু আলোচিত ও বহু বিতর্কিত বিষয়। পূর্ব কলকাতা জলাভূমির প্রান্তজনেদের ইতিহাস বোঝার সুবাদে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রান্তিকতার ওপর আলোকপাত করছি।

প্লুটো উপাখ্যান : শৈশবকালে সরব পাঠ করতাম ন-এ নবগ্রহ। কিন্তু পরবর্তীকালে জানতে পারলাম প্লুটো গ্রহের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ প্লুটোকে বামন গ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ইউনিয়ন। কারণ প্লুটোর বৈশিষ্ট্য কুলীন গ্রহ সমতুল্য নয়। যাইহোক, এই প্রবন্ধে প্রান্তিক মানুষদেরকে প্লুটো হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। রবি ঠাকুরের ভাষায় যারা হলেন *'পিলসুজ সম'*।[৬] ২০০৬ সালে প্লুটোকে যেমন আমরা গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বামন গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরা কলকাতার শহরবাসীর কাছে একইভাবে বামন বা প্রান্তিক রূপে পরিগণিত হয়েছেন। দলিত, শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত শ্রেণীর মানুষকে বোঝাতে প্রান্তিক শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিকতা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রান্তিকতার সর্বজনীন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নেই। প্রান্তিকতা শব্দটির মধ্যে রয়েছে প্রান্ত শব্দটি। অর্থাৎ যা কেন্দ্রের বিপরীতে। মূলত কোন কিছু যখন কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। সহজ ভাষায়, প্রান্তিকতা হল প্রান্তে ঠেলে দেওয়া, বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা থেকে বাদ দেওয়া বা দূরে সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে উপেক্ষিত, বর্জিত বা অবহেলিত। প্রান্তিকতা বিভাজিত হয় মূলত সামাজিক প্রান্তিকতা, অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা, রাজনৈতিক প্রান্তিকতা, সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা। এই সমস্ত প্রেক্ষিতে একে বিশ্লেষণ করার কতগুলি সূচক রয়েছে, যথা - শ্রেণিগত সূচক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদর্শিক ব্যবস্থা, সামাজিক সচেতনতা এবং মানবিক কর্মকাণ্ড। এরদ্বারাই প্রান্তিকতাকে বোধগম্য করা যায়। আর পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন মানুষের সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রান্তিকতা বিষয়টি। এই সমস্ত মানুষদের অবস্থান বোঝাতে অধ্যাপিকা জিনিয়া মুখার্জি, পরিবেশবিদ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ প্রমুখরা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংক্রান্ত গবেষণায় একাধিকবার ব্যবহার করেছেন প্রান্তিক ও প্রান্তিকতা শব্দ দু'টি। এই প্রান্তজনেদের প্রান্তিক হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যার প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে উঠে আসে কেন তারা প্রান্তিক? কীভাবে তারা প্রান্তিক?

অন্যের চোখে 'তারা' এবং 'তাদের' প্রান্তজীবন : পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ৩৭টি মৌজা জুড়ে বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত। এই ৩৭টি মৌজার জনসংখ্যা দেড় লক্ষ। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে এখানকার ৮৩ শতাংশ মানুষই তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্ত এবং ৭৪ শতাংশ মানুষ জলাভূমিতে মাছ চাষ কৃষিকাজ এবং উদ্যান পালনে নিযুক্ত।[৭] পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে সরাসরি আয়ের উৎস হিসেবে কৃষি কাজ, মাছ ধরা এবং অন্যান্য ক্রিয়া কলাপে নিযুক্ত পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা[৮] –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 86
Website: https://tirj.org.in, Page No. 779 - 785
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ক্রমিক নং	পেশা	পরিবারের সংখ্যা
১.	কৃষিকাজ	৫৮৬৪
২.	মাছ চাষ	৫২০৯
৩.	অন্যান্য	৩০৭৭
৪.	মোট	১৪১৫০

স্থানীয় মানুষেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা সৌরকিরণ, শ্যাওলা, কলিফার্ম ব্যাকটেরিয়া, কচুরিপানা, আগাছা, কেরোসিন প্রভৃতি ব্যবহার করে ময়লা বর্জ্যকে পরিশুদ্ধ করে সবজি চাষ, মাছ চাষ, আমন ও বোরো ধান এবং অন্যান্য ফসল চাষ করে থাকে। জলাভূমি সংলগ্ন মানুষদের ব্যবহৃত এই প্রাকৃতিক জ্ঞানকেই ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ 'Low-cost Folk Technology'[৯] বলেছেন। কিন্তু কলকাতার নগরবাসীর নিকট জলাভূমি ও তার সংলগ্ন এলাকার মানুষেরা প্রান্তিক হয়ে উঠেছেন বা তাদের প্রতি প্রান্তিকতার ধারণা গড়ে উঠেছে। আর এই প্রান্তিকতা বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে জলাভূমি সংলগ্ন খেয়াদহ গ্রামের স্কুল শিক্ষক দিব্যদ্যুতি সরকার রচিত *'বাঁচিয়ে রাখো বেঁচে থাকো কবিতায়'*। বিষয়টি বোধগম্য করতে কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরছি[১০] –

"আপনারা দিয়েছেন আমাদের পীচ কালো ময়লা জল, আবর্জনা
ধাপার মাঠ, কিছুটা করুণা আর সীমাহীন ঔদাসীন্য।
আর আমরা শহরের প্রান্তে পড়ে থাকা, গায়ে গতরে খাটা মানুষেরা
তার বদলে ফিরিয়ে দিয়েছি আপনাদের ক্ষুধার অন্ন,
রান্না ঘরে বারোমাসের শাকপাতা সবজী, বাটিতে সুস্বাদু মাছ
আর আপনাদের ফুসফুসের জন্য অনেকটা শুদ্ধ সবুজ শুভেচ্ছার বাতাস...
এই শহরটারও যেন সেই অজ্ঞান দশা
তাই সে বুঝলো না পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার দাম
তাই সে দিল না গ্রামকে ধন্যবাদ জলাভূমিকে সম্মান।
শত বছর ধরে এই সভ্যতার সমস্ত গ্লানি ক্লেদ শুষে নিয়েছে
এই ঘাস জল জংলার ভূমি ফিরিয়ে দিয়েছে...।"

কবিতাটির মাধ্যম্যে ফুটে উঠেছে নগর ও গ্রামবাসীর মধ্যে পার্থক্য। সে পার্থক্য মননের। নগরবাসীর নিকট জলাভূমির সাধারণ মানুষেরা সর্বদা জংলা হয়েই থেকেছেন। অর্থাৎ নগরবাসীর (অন্যের) চোখে তারা কখনই নগরীয় সংস্কৃতির একাংশ হয়ে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে সানা হক তাঁর প্রবন্ধে একজন জলাভূমি সংলগ্ন বাসিন্দা সুদাম মুন্ডার সাক্ষাৎকার তুলে ধরেছেন। সেখানে ওই বাসিন্দা সুদাম মুন্ডা বলছেন; ...এভাবেই বহিরাগতরা বিপুল সংখ্যায় এই সমস্ত এলাকায় এসে আমাদের বাস্তুচ্যুত করছে এবং আমাদের উপজাতীয় (ইনি একজন মূলনিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ) রীতি-নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। জমি বিক্রি ও জমিতে অন্যান্য বহিরাগত মানুষের বসবাস বৃদ্ধির ফলে আমাদের ধর্ম, ভাষা, বিভিন্ন প্রথা ঐতিহ্য সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাদরি ভাষায় এলাকার মানুষ আর কেউ কথা বলেন না। মুন্ডারি ভাষা প্রায় মৃত। আমাদের গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের উৎসবের চেয়ে দুর্গা ও কালীপুজোয় বেশি উৎসাহী।[১১]

জলাভূমি এলাকার মানুষদের জীবন যাপনের মান খুবই নিম্ন। এখানকার মানুষেরা অল্প শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গের অশিক্ষার হার যেখানে ৩৬.৯৪ শতাংশ, জলাভূমি এলাকাতে এই হার একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৭ শতাংশ। প্রায় ৩ শতাংশ বেশি।[১২] যার কারণে বহিরাগত দালাল বা প্রোমোটারেরা তাদের ভুল বুঝিয়ে জমি ভেড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। বাসিন্দাদের বেশিরভাগেরই নেই পাকা বাড়ি, নেই আলাদা প্রসাধনাগার ও রান্নাঘর। ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন এই এলাকাকে বাদ রেখেছে তাদের মিশন থেকে। ফলত আলাদা কোন প্রসাধনাগার নেই, রয়েছে গোষ্ঠীগত প্রসাধনাগার।

যার কারণে সর্বাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন জলাভূমি সংলগ্ন এলাকার নারীরা। এছাড়া মাছ চাষে নিযুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন; ডায়রিয়া, রক্তাল্পতা, রাতকানা, টাইফয়েড, কলেরা, ত্বকের সমস্যা প্রভৃতি। জলাভূমি এলাকার মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো জমির মালিকানা সংক্রান্ত। জলাভূমি এলাকার জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অর্থাৎ জমি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাধীনতা নেই। এক্ষেত্রে সরকার ভূমি ব্যবহারকারীদের ভূমি ব্যবহারজনিত কোন সুযোগ সুবিধা না দিয়ে, ভূমি ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে ব্যবহারকারীদের যদি চাষে ক্ষতিও হয়, তবুও তারা জমি বিক্রি করতে পারেন না। যার কারণে তারা জমি মাফিয়াদের কাছে স্বল্পমূল্যে বেআইনি ভাবে জমি বিক্রি করে ক্ষতিপূরনের সচেষ্ট হয়। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও জলাভূমি এলাকার ভূমিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবির উপর ভিত্তি করে আমেরিকার একদল গবেষকমন্ডলী জানাই ১৯৭২ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জলাভূমি এলাকার ভূমি ১৭.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[১৩] নগরায়নের সুবাদে মোটামুটি তিন ধরনের ভূমি পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে বলে শর্মিলা ব্যানার্জি ও দেবাঙ্গনা দে উল্লেখ করেছেন; জলাশয় থেকে নগর বসতিতে, কৃষি ক্ষেত্র থেকে নগর বসতিতে এবং ফাঁকা বা খোলা জায়গা থেকে নগর বসতিতে।[১৪] এই ভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবিকা বা পেশারও পরিবর্তন ঘটছে। এখানকার মানুষের জীবিকাকে বা পেশাকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণি, এই শ্রেণির মানুষেরা শহরের বর্জ্য জল ব্যবহার করে কৃষি কাজ করে, মাছ ধরে, নিজের জমিতে হোক বা ভেড়িগুলিতে মজুর হিসেবে কাজ করে কলকাতার হোটেল গুলো থেকে খাবারের বর্জ্য সংগ্রহ করে এবং এই সংগৃহীত খাবার মাছের ভেড়িগুলোতে সরবরাহ করে। দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষেরা জীবিকা উপার্জনের জন্য জলাভূমি সংক্রান্ত পেশা ও অন্যান্য পেশার উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় শ্রেণি মূলত জলাভূমি সংক্রান্ত পেশা নয় পুরোপুরি অন্যান্য পেশার ভিত্তিতে জীবিকা উপার্জন করে থাকে।[১৫] সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, প্রান্তিকতার অপর এক দিক নির্দেশক। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জলাভূমি এলাকার ৮৩ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতি ও উপজাতি বংশোদ্ভূত। এই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মুন্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, সর্দার প্রভৃতি। এরা ঔপনিবেশিক আমলে রাঁচি, হাজরীবাগ, সিংভূম থেকে এসেছিলেন। অতি নগরায়নের কারণে জলাভূমি এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের নগরীয় সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নগরীর সংস্কৃতিবান মানুষেরা তাদের (জলাভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের) সাংস্কৃতিক রীতিনীতি,ধর্ম, বিশ্বাস উৎসবকে প্রান্তিকতার দৃষ্টিতে দেখেন। যার কারনে ঐ সমস্ত তপশিলি জাতি উপজাতির মানুষেরা নিজস্ব সংস্কৃতিকে হীন মনে করে, নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ (অন্যের চোখ দিয়ে নিজেদের বিচার করছেন) সংস্কৃতি গ্রহণ করছে। যেমন তাদের সাদরী ভাষাতে আর কেউ কথা বলে না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য; নিম্ন বর্গীয় তত্ত্ব অনুসারে রাজকুমার চক্রবর্তীর মতে,[১৬] গ্রামশি বলেছিলেন নিম্নবর্গের মানুষের দুটি পরস্পর বিরোধী চেতনা (Contradictory Conciousness) থাকে। একটি তার ব্যবহারিক জগৎ - তার কথাবার্তা, চলাফেরা - এখানে সে বিকৃত, নষ্ট। উপর ওয়ালাদের ভাবধারায় নির্মিত। কিন্তু আরেকটি চেতনা তার ব্যবহারিক জীবনের আড়ালে থেকে যায়, উঁকি মারে - এখানে সে স্বাধীন স্বশাসিত। এটিই তার প্রকৃত চেতনা। উচ্চ বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় এই জগৎটাই উঠে আসে সামনের সারিতে। সাব অলটার্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা এই দ্বিতীয় দিকটিকে নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। উক্ত আলোচনাতেও প্রাধান্য পেয়েছে নিম্নবর্গীয়দের দ্বিতীয় চেতনার দিকটি।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকার মানুষদের প্রান্তিক হয়ে ওঠার কতগুলি কারণ হল -

(১) নগরায়ণ/ অতি নগরায়াণ। এখানে একটি অন্যতম বিষয় হল নগরায়নের দ্বৈতসত্তা,উন্নয়ন ও প্রান্তিকতা। সে প্রাচীন কালের হরপ্পা হোক আর আধুনিক কালের কলকাতা। অতি নগরায়নের শিকার শুধু প্রান্তজনেরা নন, কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশও এর শিকার।

(২) উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমীয় মডেলের অনুকরণ। যথা - ডা. বিধানচন্দ্র রায় নেদারল্যান্ডস-এর পোল্ডারভূমি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই মডেলেই গড়ে তোলেন তাঁর স্বপ্নের শহর ‘বিধাননগর’। অর্থাৎ গরিব মানুষেরা তাদের জমি, জল ও জ্ঞান থেকে উন্নয়নের পশ্চিমী মডেল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

(৩) রাষ্ট্রীয় অভিজাতদের হস্তক্ষেপ এবং অভিজাতদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মদত।

(৪) জলাভূমির জল ও জমির ওপর রাষ্ট্র ও বাজারের আধিপত্য।

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি। স্বাধীনতালাভ ও তার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের ফলে অভিবাসন। তাছাড়া স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৬) অন্যতম প্রধান কারণ হল, সরকারি উদ্যোগের অনীহা।

তবে এখন বিষয় হল আধুনিক সভ্যতায় এই সমস্ত মানুষদের অবদান কীরূপ?

সৃজনশীলতায় প্রান্তিক মানুষ : কলকাতা নগরীর সন্নিকটে অথচ নগরবাসীর মনন হতে দূরে অবস্থিত পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরা। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা নগর হতে নির্গত বর্জ্যকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করে আর্থিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটায়। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের ভাষায়, -

> “in the East Calcutta Wetlands this role is played by a blend of positive human intervention and a favorable ecosystem. It is this synergic interaction between man and nature that provided the stock of capital assets from where flows of services are generated. Such services bestow on this wetland it’s primary and secondary economic values.”[১৭]

রামসার কনভেনশন জলাভূমিগুলোর জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যবহারের (Wise Use) কথা বলেছে –

> “the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of sustainable development.”[১৮]

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরা শুধুমাত্র তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা এ কাজ করে থাকেন। যাকে পরিবেশবিদ ঘোষ living creatively with nature বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি তত্ত্বাবধান করার জন্য আলাদাভাবে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এই পরিশুদ্ধকরন প্রক্রিয়ায় পরিবেশের সঙ্গে তারা গড়ে তোলে এক অনন্য মেলবন্ধন। তাদের এই জ্ঞানের ধারা বংশ পরম্পরায় প্রবাহমান। এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায়, গুগি ওয়া থিঙ্গো (Ngugi wa Thing’o) রচিত *‘Decolonising the Mind’* – এর কথা। যেখানে আমরা দেখতে পাই, সাম্রাজ্যবাদী ভাষা যখন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ভাষা সংস্কৃতি কে গ্রাস করতে উদ্যত। কিন্তু ল্যাটিন ভাষার ন্যায় আফ্রিকার ভাষাগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই সমস্ত প্লুটোরা’ই (কৃষক, শ্রমিক) আফ্রিকার ভাষা সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছিল। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংলগ্ন মানুষেরাও প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তুলেছে সুনিবিড় সম্পর্ক। এরাও আফ্রিকার কৃষক শ্রমিকদের ন্যায়, তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের দ্বারা কলকাতার জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে বা রাখবে। তাই তাদেরকে কখনোই প্রান্তিক বলা চলে না। তারা প্রান্তিক নন, তারা হলেন সৃজনশীল মানব।

২০০৬ সালে প্লুটোকে আমরা গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিলেও বা বামন গ্রহ হিসেবে বর্ণনা করলেও তাতে প্লুটোর কিছু এসে যায় না। সে সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজের কক্ষপথে সদা আবর্তন ও পরিক্রমনে ব্যস্ত। একই রকমভাবে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংলগ্ন মানুষদের মূল স্রোতের মানুষেরা বা কলকাতা শহরবাসীরা প্রান্তিক করে দিলেও, জলাভূমির সৃজনশীল মানুষেরাও প্লুটোর ন্যায় জলাভূমিকে কেন্দ্র করে আপন ছন্দে জীবন নির্বাহে ব্যস্ত।

Reference:

১. সুর, নিখিল. *কলকাতার নগরায়ণ: রূপান্তরের রূপরেখা (১৮০৩-৭৬)*, সেতু প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ৫৭
২. সুর, নিখিল. *কলকাতার নগরায়ণ.* তদেব, পৃ. ১০৬

৩. D'Souza, Rohan. "Water in British India : The Making of Colonial Hydrology." *History Compass,* vol. 4, no. 4, 2006, pp. 621-628

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *রাশিয়ার চিঠি*, দ্বিতীয় সংস্করণ. বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪৬, পৃ. ১

৫. Ghosh, Dhrubajyoti. "Dhrubajyoti Ghosh on Cognitive Apartheid and Positive Ecological Footprint." Filmed 9 Feb. 2017, Bhoomi College Video, 03:01, www.youtube.com. Accessed 22 Mar. 2025

৬. "East Kolkata Wetlands: Management Action Plan 2021-2026." East *Kolkata Wetlands Management Authority and Wetlands International South Asia*, www.environmentwb.gov.in. Accessed 24 May 2023

৭. Chattopadhyay, Kunal. *Environmental Conservation and Valuation of East Calcutta Wetlands.* Indian Statistical Institute, 2001, p. 38

৮. Ghosh, Dhrubajyoti. Ecology and Traditional Wetland Practice: Lesson from Wastewater Utilisation in the East Kolkata Wetlands. Worldview, 2005, p. 94

৯. সরকার, দিব্যদ্যুতি. "বাঁচিয়ে রাখো বেঁচে থাকো." *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগে সমাচার পত্র, পঞ্চায়েতীরাজ*, চতুর্দশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই – আগস্ট -সেপ্টেম্বর- অক্টোবর, ২০২১, পৃ.১৫৭-৫৮

১০. Haque, Sana. "The Impact of Development of Kolkata on Tribal Culture of East Kolkata Wetlands." *Indian Anthropological Association*, vol. 48, no. 2, July-Dec. 2018, p. 55

১১. দাশগুপ্ত, ধ্রুবা. "জলাভূমি সমীক্ষার ইতিবৃত্ত." *উৎস মানুষ*, ৩৫ তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই -সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১০-১৩

১২. Roy, Anamika. "Diminishing Wetlands of East Kolkata and its Socio-Economic Impact on Thakdari Mouza, North 24 Parganas." *Multidisciplinary Journal of Humanities and Social Science,* vol. 3, no. 2, 2019, p. 2

১৩. Banerjee, Sarmila, and Debanjana Dey. "Eco System Complementarities and Urban Encroachment: A SWOT Analysis of the East Kolkata Wetlands, India." *Cities and Environment* (CATE), vol. 10, no. 1, 2017, Article 2

১৪. Ghatak, Debaleena Saha. *Trade of between Conservation of Environment and Economic Development? A Case Study of East Kolkata Wetlands.* The Hague, Netherlands, 2010, p. 21

১৫. ঘোষ, কৌশিক, এবং সুমন, মুখার্জী. ইতিহাস লিখনের অধ্যয়ন এবং গবেষণা প্রকরণ. বুক পোস্ট পাবলিকেশন, ২০১৯, পৃ. ৩০৮

১৬. Ghosh, Dhrubajyoti. *Ecology and Traditional Wetland Practice: Lesson from Wastewater Utilisation in the East Kolkata Wetlands.* Worldview, 2005, p. 94

১৭. Ramsar. "The Wise Use of Wetlands." *The Convention on Wetlands*, www.ramsar.org. Accessed 28 Mar. 2025